হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৭

(১)তখন প্রধান ইমাম হযরত স্তিফান র.-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কি সত্যি?" (২)হযরত স্তিফান র. উত্তর দিলেন, "হে আমার ভাইয়েরা ও আমার মুরব্বিরা, আমার কথা শুনুন। আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. হারনে বসবাস করার আগে যখন মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, তখন গৌরবময় আল্লাহ্ তাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, (৩)'তুমি তোমার দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সেই দেশে যাও, যে-দেশ আমি তোমাকে দেখাবো' ।

(৪)তখন তিনি কলদীয়দের দেশ ছেড়ে হারন শহরে বাস করতে লাগলেন। তার বাবার ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাঁকে এই দেশে নিয়ে এলেন, যেখানে এখন আপনারা বাস করছেন। (৫)নিজের অধিকারের জন্য তিনি তাঁকে কিছুই দিলেন না, একটি পা রাখার মতো জমিও না। কিন্তু তিনি তাঁর কাছে ওয়াদা করলেন যে, তাঁকে ও তাঁরপরে তাঁর বংশধরদের অধিকার হিসেবে তিনি এই দেশ দেবেন, যদিও তাঁর কোনো সন্তান ছিলো না ।

(৬)আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, 'তোমার বংশধরেরা বিদেশে বসবাস করবে। মানুষ তাদের গোলাম করে রাখবে এবং চারশ বছর ধরে তাদের ওপর জুলুম করবে।' (৭)আল্লাহ্ আরও বললেন, 'কিন্তু যে-জাতি তাদের গোলাম করবে, সেই জাতিকে আমি শাস্তি দেবো, এবং এরপর তারা বের হয়ে এসে এই জায়গায় আমার ইবাদত করবে।'

(৮)তারপর তিনি তাঁর ওয়াদার চিহ্ন হিসাবে খত্না করার নিয়ম দিলেন। পরে হযরত ইব্রাহিম আ. এর ছেলে হযরত ইসহাক আ. এর জন্ম হলো এবং আট দিনের দিন তিনি তার খত্না করালেন। হযরত ইসহাক আ. হলেন হযরত ইয়াকুব আ. এর পিতা এবং হযরত ইয়াকুব আ. সেই বারো গোষ্ঠীর পিতা হলেন।

(৯)সেই গোষ্ঠী-পিতারা হিংসা করে হযরত ইউসুফ আ.-কে গোলাম হিসেবে মিসর দেশে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তার সংগে থেকে সমস্ত রকম কষ্ট ও বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন।

(১০)তিনি তাঁকে মিসরের বাদশাহ ফেরাউনের সুনজরে আনলেন এবং জ্ঞান দান করলেন। তিনি তাঁকে মিসরের শাসনকর্তা ও নিজের বাড়ির সকলের কর্তা করলেন।

(১১)পরে সারা মিসর ও কেনান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তাতে মানুষ খুব কষ্ট পড়ে গেলো এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরও খাবারের অভাব হলো। (১২)কিন্তু মিসরে খাবার আছে শুনে হযরত ইয়াকুব আ. আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথমবার সেখানে পাঠালেন।

(১৩)দ্বিতীয়বারে হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন এবং ফেরাউন হযরত ইউসুফ আ. এর পরিবারের বিষয়ে জানতে পারলেন। (১৪)এরপর হযরত ইউসুফ আ. তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আ. ও পরিবারের অন্য সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সংখ্যা ছিলো মোট পঁচাত্তরজন।

(১৫)সুতরাং, হযরত ইয়াকুব আ. মিসরে গেলেন আর সেখানে তিনি ও আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইন্তেকাল করলেন । (১৬)তাঁদের মৃতদেহ শিখিমে এনে দাফন করা হলো। এই জমিটা হযরত ইব্রাহিম আ. শিখিম শহরের ইফ্রয়িমের ছেলেদের কাছ থেকে রুপা দিয়ে কিনেছিলেন ।

(১৭)হযরত ইব্রাহিম আ. এর কাছে আল্লাহ্ যে-ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হওয়ার সময় এলো। মিসরে আমাদের লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেলো। (১৮)পরে মিসরে আরেকজন বাদশাহ হলেন, যিনি হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতেন না। (১৯)তিনি আমাদের লোকদের ঠকাতেন ও জুলুম করতেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের বাধ্য করতেন, যেনো তারা তাদের শিশুদের ফেলে দেয়, যাতে তারা মারা যায়।

(২০)সেই সময় হযরত মুসা আ. এর জন্ম হলো। তিনি আল্লাহর কাছে সুন্দর ছিলেন। তিনমাস পর্যন্ত তিনি তাঁর বাবার বাড়িতেই লালিত-পালিত হলেন। (২১)আর যখন তাকে ফেলে দেয়া হলো, তখন ফেরাউনের মেয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করে তুললেন। (২২)সুতরাং, হযরত মুসা আ. মিসরীয়দের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। তিনি কথায় ও কাজে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

(২৩)তার বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তিনি তার ইস্রায়েলীয় আত্মীয়-স্বজনদের সংগে দেখা করতে চাইলেন।

(২৪)একজন মিসরীয়কে একজন ইস্রায়েলীয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে দেখে, তিনি সেই ইস্রায়েলীয়কে সাহায্য করতে গেলেন এবং মিসরীয়কে হত্যা করে তার শোধ নিলেন। (২৫)তিনি মনে

করেছিলেন, তার নিজের লোকেরা বুঝতে পারবে, আল্লাহ্ তার দ্বারাই তাদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারলো না।

(২৬)পরদিন তিনি দু' জন ইস্রায়েলীয়কে মারামারি করতে দেখে তাদের মিলিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'তোমরা তো ভাই ভাই, তাহলে একে অন্যের সংগে কেনো ঝগড়া করছো?' (২৭)কিন্তু যে-লোকটি তার প্রতিবেশীর সংগে ঝগড়া করছিলো, সে হযরত মুসা আ.কে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমাদের ওপর কে তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়োগ করেছে? (২৮)গতকাল তুমি যেভাবে এক মিসরীয়কে হত্যা করেছো, সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?'

(২৯)এ-কথা শুনে হযরত মুসা আ. পালিয়ে গিয়ে মিদিয়নিয়দের দেশে বাস করতে লাগলেন। সেখানেই তাঁর দুইটি ছেলের জন্ম হলো। (৩০)অতঃপর চল্লিশ বছর পরে তুর পাহাড়ে এক জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে এক ফেরেস্তা তাকে দেখা দিলেন। (৩১)এটা দেখে হযরত মুসা আ. আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভালো করে দেখার জন্য কাছে গেলে তিনি আল্লাহর রব শুনতে পেলেন, আল্লাহ্ বললেন-

(৩২)'আমি তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্।' এই কথাগুলো শুনে হযরত মুসা আ. ভয়ে কাঁপতে লাগলেন; তাঁর তাকিয়ে দেখার সাহস হলো না। (৩৩)তখন আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, 'তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো, কারণ যে-জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো, সেটা পবিত্র জমি। (৩৪)মিসরে আমার বান্দাদের ওপর যে জুলুম হচ্ছে, তা আমি অবশ্যই দেখেছি। আমি তাদের কান্না শুনেছি এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি। এখন এসো, আমি তোমাকে মিসরে পাঠাবো।'

(৩৫)ইনি সেই হযরত মুসা আ., যাকে তারা এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলো, 'কে তোমাকে আমাদের ওপরে শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়োগ করেছে?' যে-ফেরেস্তা ঝোপের মধ্যে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁকে শাসনকর্তা ও উদ্ধারকর্তা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। (৩৬)তিনিই মিসরে অনেক আশ্চর্য কাজ করে ও মোজেজা দেখিয়ে তাদের বের করে এনেছিলেন এবং লোহিত সাগর পর্যন্ত ও মরু-প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(৩৭)ইনি সেই হযরত মুসা আ., যিনি বনি-ইস্রায়েলদের বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের নিজের লোকদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য একজন নবি মনোনীত করবেন, যেভাবে তিনি আমাকে করেছেন।' (৩৮)এই হযরত মুসা আ.-ই মরু-প্রান্তরে বনি-ইস্রায়েলদের সেই দলের মধ্যে, আমাদের

পূর্বপুরুষদের সংগে ছিলেন। তার সংগেই ‘তুর’ পাহাড়ে ফেরেস্তা কথা বলেছিলেন। তিনিই আমাদের জন্য জীবন্ত কালাম গ্রহণ করেছিলেন।

(৩৯)আমাদের পূর্বপুরুষেরা তার বাধ্য হতে চাইলেন না। তার বদলে তারা তাকে (৪০)অগ্রাহ্য করে মিসরের দিকে মন ফিরিয়ে হারুনকে বললেন, ‘আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দেবদেবী তৈরি করুন, কারণ যে- হযরত মুসা আ. মিসর থেকে আমাদের বের করে এনেছেন, তাঁর কী হয়েছে আমরা জানি না।’

(৪১)সেই সময়েই তারা বাছুরের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। সেই মূর্তির কাছে কোরবানি করেছিলেন এবং নিজেদের হাতের কাজে আনন্দ-উৎসব করেছিলেন। ৪২কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদের দিক থেকে মুখ ফেরালেন এবং আসমানের চাঁদ, সূর্য, তারার পূজাতেই তাদের ফেলে রাখলেন।

(৪২)যেভাবে নবিদের কিতাবে লেখা আছে- ‘হে ইস্রায়েলের লোকেরা, মরু-প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর তোমরা কি আমার উদ্দেশে কোনো পশু বা অন্য জিনিস কোরবানি দিয়েছিলে? (৪৩)না, বরং পূজা করার জন্য যে-মূর্ত্তি তোমরা তৈরি করেছিলে, সেই ‘মোলকের তাঁবু’ আর তোমাদের ‘রিফন দেবতার তারা’ তোমরা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। কাজেই আমি ব্যবিলন দেশের ওপাশে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। ’

(৪৪)মরু-প্রান্তরে আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগে শাহাদাত-তাঁবুটি ছিলো। আল্লাহ্ হযরত মুসা আ.কে যেভাবে হুকুম দিয়েছিলেন এবং তিনি যে-নমুনা দেখেছিলেন, সেভাবেই এই তাঁবু তৈরি হয়েছিলো। (৪৫)আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই তাঁবু পেয়ে তাঁদের নেতা হযরত ইউসা আ. এর অধীনে তা নিজেদের সংগে আমাদের এই দেশে এনেছিলেন। আল্লাহ্ সেই সময় তাঁদের সামনে থেকে অন্য জাতিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা এই দেশ অধিকার করেছিলেন।

(৪৬)হযরত দাউদ আ. এর সময় পর্যন্ত সেই তাঁবু এই দেশেই ছিলো। হযরত দাউদ আ. আল্লাহর রহমত পেয়ে হযরত ইয়াকুব আ. এর আল্লাহর থাকার ঘর তৈরি করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। (৪৭)কিন্তু হযরত সোলায়মান আ.-ই তার জন্য ঘর তৈরি করেছিলেন ।

(৪৮)আল্লাহ্ রাব্বুল আ’ লামিন মানুষের তৈরি ঘরে থাকেন না। যেমন নবি বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেন, (৪৯)‘বেহেস্ত আমার সিংহাসন। দুনিয়া আমার পা রাখার জায়গা। আমার জন্য তুমি কেমন ঘর তৈরি করবে? আমার বিশ্রামের স্থান কোথায় হবে? (৫০)এসব জিনিস কি আমার হাত তৈরি করেনি?

(৫১)হে একগুঁয়ে জাতি! খতনা-বিহীনদের মতোই আপনাদের কান ও অন্তর। আপনারা ঠিক আপনাদের পূর্বপুরুষদের মতোই আল্লাহর রুহকে বাধা দিয়ে থাকেন। (৫২)এমন কোনো নবি কি আছেন, যাঁর ওপর আপনাদের পূর্বপুরুষেরা জুলুম করেননি? এমনকি সেই দীনদার ব্যক্তির আসার কথা যারা বলেছেন, তাঁদেরও তারা হত্যা করেছেন। আর এখন আপনারা তাঁকেই শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে, হত্যা করিয়ে নিজেরা খুনি হয়েছেন। (৫৩)ফেরেস্তাদের মধ্য দিয়ে আপনারাই শরিয়ত গ্রহণ করেছিলেন এবং আপনারাই তা পালন করেননি।"

(৫৪)এসব কথা শুনে তারা রেগে আগুন হয়ে গেলেন এবং হযরত স্তিফান র. এর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। (৫৫)কিন্তু তিনি আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর মহিমা দেখতে পেলেন এবং হযরত ইসা আ.কে আল্লাহর ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন- (৫৬)"দেখুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, বেহেস্ত খোলা আছে এবং ইবনুল-ইনসান আল্লাহর ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।"

(৫৭)কিন্তু একথা শুনে তারা কানে আঙুল দিলেন এবং খুব জোরে চিৎকার করে এক সংগে দৌড়ে হযরত স্তিফান র. ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। (৫৮)পরে তারা তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে পাথর মারতে লাগলেন। (৫৯)আর সাক্ষীরা তাদের কোট খুলে শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে রাখলো। যখন তারা স্তিফানকে পাথর মারছিলেন, তখন তিনি মোনাজাত করে বললেন, "হযরত ইসা আ. আমার রুহকে গ্রহণ করো।" (৬০)পরে তিনি হাঁটু পেতে চেঁচিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ, এই গুনাহ্ এদের বিরুদ্ধে ধরো না।" এ-কথা বলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।